দৈনিক খবর

তারিখ ১৬।৬।৮৮
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

040

বছরে ক্ষতি ১৩০ কোটি টাকাঃ শিক্ষামন্ত্রী

বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জটে গড়ে শিক্ষার্থীদের ৩ বছর অপচয়

কপ সদস্য কলিম উদ্দিন আহমদের জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণীর জবাবে শিক্ষামন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ গতকাল সংসদকে জানান, দেশের ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক (সম্মান) ও মাস্টার্স পর্যায়ে বর্তমানে প্রায় ৪২,০০০ ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত আছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সেশন জটের ফলে এ সব ছাত্র-ছাত্রীদের গড়ে প্রায় ৩ বছর সময় অপচয় হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সেশন জটের ফলে আমাদের জাতীয় মেধা শক্তি ধ্বংসে করার সাথে সাথে আরও নানাবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রী প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন জটের সার্বিক অবস্থা সদস্যদের অবগতির জন্য পেশ করেন। ১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ১৯৮৫ সম্মান— কলা, বাণিজ্য ও সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের কোর্স ও সনাতন পদ্ধতির পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ফলাফলও প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞান অনুষদের সনাতন পদ্ধতি সম্পন্ন করা হলেও কোর্স পদ্ধতির প্রক্রিয়া এখনও বাকী রয়েছে। ১৯৮৬ সম্মান— কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য অনুষদের সনাতন পদ্ধতির পরীক্ষা ৩রা জুলাই ১৯৮৮ তারিখে নির্ধারণ করা হয়েছে। কোর্স পদ্ধতির পরীক্ষা আগস্ট/ সেপ্টেম্বর মাসে হওয়ার সম্ভাবনা। ১৯৮৫ এমএ— কলা ও বিজ্ঞান অনুষদে সনাতন পদ্ধতির পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। ফলাফলও প্রকাশিত হয়েছে। কোর্স পদ্ধতিও বিজ্ঞান অনুষদ ছাড়া সম্পন্ন হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জটে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

১৯৮৪ এমএ (ফাইনাল)— কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য অনুষদের সনাতন পদ্ধতির পরীক্ষা ও ফলাফল সম্পন্ন হয়েছে। ১৯৮৫ এমএ (ফাইনাল)— কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য অনুষদের সনাতন পদ্ধতির পরীক্ষা ১৫ই আগস্ট ১৯৮৮ তারিখে নির্ধারণ করা হয়েছে। কোর্স পদ্ধতিতে কলা ও বাণিজ্য অনুষদের পরীক্ষা জুন '৮৮ মাসে হওয়ার কথা। বিজ্ঞান অনুষদের কোন খবর নেই কারণ উক্ত অনুষদ ১৯৮৩ ও ১৯৮৪ সালের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত। দেখা যায় যে গড়ে তিন বছর সেশন পিছিয়ে আছে। বিজ্ঞান ৪ বছর পিছিয়ে আছে।

২। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ঃ গড়ে ১½ বছর পিছিয়ে আছে। ৩। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ঃ গড়ে ২ বছর পিছিয়ে আছে। ৪। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ঃ গড়ে ৩ ছর পিছিয়ে আছে। ৫। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ঃ গড়ে ২ বছর পিছিয়ে আছে। ৬। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ঃ গড়ে ৩ বছর পিছিয়ে আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সেশন জট সম্পর্কে তিনটি প্রধান কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে বলে শিক্ষামন্ত্রী জানানঃ ১। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কোর্স শেষ করতে বিলম্বঃ রাজনৈতিক, ছাত্র অসন্তোষ, শিক্ষক ও কর্মচারীদের দাবী-দাওয়া, ধর্মঘট ইত্যাদি কারণে ক্লাস বন্ধ থাকে বিধায় নির্ধারিত সময়ে কোর্স সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। এ প্রসঙ্গে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলা যেতে পারে। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৭ সালে ২৪২ দিন কোন ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়নি। বলা বাহুল্য অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েরও মোটামুটি একই অবস্থা।

২। পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও সময়মত ফলাফল প্রকাশে অস্বাভাবিক বিলম্বঃ ছাত্র-ছাত্রীদের দাবীতে অনেক সময় পরীক্ষার সময়সূচী লম্বা করা হয় এবং অপর পক্ষে পরীক্ষার ফল প্রকাশেও অস্বাভাবিক সময় নেয়া হয়।

৩। বিলম্বে ভর্তিঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি বিশেষ কতকগুলো কারণে এক বছর বিলম্বিত হচ্ছেঃ

আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, সেশন জট নিরসনের লক্ষ্যে সরকার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, সকল বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চ শিক্ষার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা ও মত বিনিময় করেছে। সরকার সংশ্লিষ্ট সকলকে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি প্রস্তাব এসেছে যেমনঃ ১। বিগত কয়েক বছরে উত্তরোত্তর আশংকাজনক সেশন জটের প্রেক্ষিতে শুধুমাত্র গবেষণা এবং মাস্টার্স পর্যায়ে পাঠদান ও উক্ত পর্যায়ের পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলী ব্যতিরেকে অন্যান্য পর্যায়ের পাঠদান ও পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন অথবা ডিগ্রী কলেজকে ডিগ্রী প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করা।

২। উদ্ভূত সেশন জট দূরীকরণের জন্য প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি করে টাস্ক ফোর্স গঠন করে জট বাধা সেশনসমূহের পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য তারিখ নির্ধারণসহ কার্যক্রম প্রণয়ন করা। ৩। প্রয়োজনবোধে পিছিয়ে পড়া সেশনকে একত্রিত করে অবিলম্বে ক্লাস শুরু করা। ৪। সেশন জট কবলিত ব্যাচগুলোর জন্য অতিরিক্ত ক্লাস নেয়ার ব্যবস্থা করা এবং ছুটিকালীন সময়েও ক্লাস অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ৫। এ জন্য প্রয়োজনবোধে শিক্ষকদের অতিরিক্ত শ্রমের মনোবৃত্তি নিয়ে অধিক সংখ্যক ক্লাস নেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করা। ৬। সকল পরীক্ষার ফলাফল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার অনধিক ৩ মাসের মধ্যে প্রকাশের ব্যবস্থা করা। ৭। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল শিক্ষক বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের অধিক সময় অবস্থান করছেন তাদের অবিলম্বে দেশে ফিরিয়ে আনা। অন্যথায় তাদের অপসারণ করে তাদের স্থানে নতুন শিক্ষক নিয়োগ করা।

মন্ত্রী বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জানিয়ে দিয়েছে যে সমস্যা সমাধানে যদি অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ প্রয়োজন হয় তবে সে অর্থ প্রদানের জন্যও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

তিনি দুঃখের সাথে উল্লেখ করেন যে, এ বিষয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি। তবে সম্প্রতি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত পরিকল্পনা গ্রহণযোগ্য বলে মঞ্জুরী কমিশন জানিয়েছে। তিনি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কে এ উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এর জন্য অতিরিক্ত কিছু অর্থের প্রয়োজন হবে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন আছে।

জনাব মাহমুদ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছে। সেটি স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়ায় সংশোধিত প্রস্তাব প্রেরণের জন্য কমিশন থেকে অনুরোধ করা হয়েছে বলে কমিশন আমাকে জানিয়েছে। এ সম্পর্কে আমি স্পষ্টভাবে জানতে চাই যে, সম্পদের শত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দেশের এ মারাত্মক ব্যাধি নিরসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান সরকার দিতে কুণ্ঠিত হবে না। কেননা সেশন জটের ফলে যে ক্ষতি হচ্ছে তা অপূরণীয়। আমরা আশা করব, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ও তাদের সুচিন্তিত কর্মসূচী নিয়ে শিগগিরই এগিয়ে আসবেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, মঞ্জুরী কমিশনের মতে সামগ্রিক সেশন জট নিরসনের প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে সর্বমোট ৪ বছর সময়ের প্রয়োজন হবে। সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রতিবছরে আনুমানিক অতিরিক্ত খরচ পড়বে ৩·৫০ লাখ টাকা হারে ৪ বছরে ১৪·০০ কোটি টাকা। কমিশনের মতে বর্তমানে কর্মরত শিক্ষক, কর্মচারী এবং বিদ্যমান সুবিধাদির সাথে সম্পূরক কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব।

তিনি বলেন, এ পরিপ্রেক্ষিতে সেশন জট নিরসনকল্পে যে সমস্ত প্রস্তাব এসেছে তার মধ্যে অতিরিক্ত ক্লাস নেয়া অথবা ২টি সেশনের ক্লাস পৃথকভাবে একই সাথে শুরু করার প্রস্তাব দু'টি বিবেচনারযোগ্য। এ ব্যাপারে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যদিও এ সম্পর্কে অনেক কথা তুলেছেন যে, এক সঙ্গে অধিক ছাত্র বের হলে সমস্যা দেখা দিতে পারে। এ বিষয়ে আমাদের মত এই যে, এ ব্যবস্থার ফলে কিছুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর সাময়িক অসুবিধা হলেও ভবিষ্যতে যারা আসবে তারা জটের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে না। তবে এ বিষয়ে আমরা সকলেই নিশ্চয়ই একমত হব যে, সেশন জট নিরসনের উদ্যোগ মূলতঃ বিশ্ববিদ্যালয়সমূকেই নিতে হবে। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ও একাডেমিক বিষয়ে সরকার থেকে হস্তক্ষেপ করা হয় না। আমরা কেবলমাত্র তাদের অনুরোধ করতে পারি, দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ দিতে পারি। কতটুকু বাস্তবায়ন হবে তা নির্ভর করবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ওপর।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সেশন জট সমস্যার কুফল সম্পর্কে আমরা সবাই কম-বেশী অবহিত। তবে সমস্যাটি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় আমি এ বিষয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এ সমস্যার ফলে শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং রাষ্ট্রের অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে।

সেশন জটের ফলে সরকার, সমাজ ও অভিভাবকদের যে ক্ষতি হচ্ছে তা অংকে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে আনুমানিক হিসেবে বছরে ১৩০ কোটি টাকার উর্ধ্বে আর্থিক ক্ষতি ধরে নেয়া যায়। এভাবে চলতে থাকলে এর প্রভাব সমাজের প্রতিটি স্তরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং এ ক্ষতির মূল্য সকলকে ভবিষ্যতে বহন করতে হবে।

মন্ত্রী আশা করেন যে, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের নিজস্ব সেশন জট নিরসনকল্পে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করে তা মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে সরকারের নিকট অবিলম্বে পেশ করবে। প্রয়োজনবোধে এ কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ করতে আপনারা দ্বিধাবোধ করবেন না। এ আশা আমি রাখি। তবে এ বিষয়ে সমাজের যথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মচারী, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক, সকলের সহযোগিতা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা একান্ত কাম্য। বিশেষ করে আমরা যারা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত তাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, রাজনৈতিক পরিবর্তন বা আন্দোলনের জন্য বিভিন্ন দল বিভিন্ন সময়ে যেভাবে ছাত্রদের ব্যবহার করেছে তার ফলে ছাত্রদের ক্ষতি হয়েছে। কেননা আবেগে বা কিছুসংখ্যক ছাত্রের চাপে পড়ে অনেকে রাজনীতির সাথে জড়িয়ে যায়। এতে লেখাপড়া নষ্ট হচ্ছে। নিজের জীবনে বিপর্যয় রোধ করতে ছাত্র, অভিভাবকসহ সর্বস্তরের নাগরিকদের বিষয়টি উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এ কথা অনস্বীকার্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বোমাবাজি ও রাজনৈতিক দলাদলির ফলে গোলাযোগপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তা মেটানোর জন্যই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে। পরিবেশে আমি সমাজের সর্বস্তরের সকলের নিকট এ আবেদন রাখব যেন বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে শিক্ষাংগনকে রাজনীতিমুক্ত রাখার আপ্রাণ প্রচেষ্টা করা হয়।